অন্তর্হিত আত্মা

গার্সিয়া লোরকা

(অনুবাদ - পুষ্কর দাশগুপ্ত)

তোমায় চেনে না ষাঁড় বা ডুমুরগাছ,
চেনে না ঘোড়ারা, চেনে না তোমার ঘরের পিঁপড়েগুলি।
তোমায় চেনে না ঐ যে ছেলেটি চেনে না বিকেলবেলা
কেননা তুমি যে মৃত আজ চিরতরে।

তোমায় চেনে না পাথরের পিঠ, চেনে না ওখানে ঐ
কালো মখমল চুরমার হয়ে যাতে আছো তুমি পড়ে।
তোমায় চেনে না নীরব তোমার স্মৃতি
কেননা তুমি যে মৃত আজ চিরতরে।

শরৎ আসবে শঙ্খ বাজিয়ে, সাথে নিয়ে কুয়াশার
থোকায় থোকায় আঙুন এবং পাহাড় - চূড়ার সারি,
অথচ তোমার দু-চোখে তাকাতে চাইবে না কেউ আর
কেননা তুমি যে মৃত আজ চিরতরে।

কেনা তুমি যে মৃত আজ চিরতরে,
এই পৃথিবীর সব মৃতদের মতো,
মৃতদের মতো বিস্মৃত যারা সব
বিনষ্ট কুকুরের স্তূপাকারে।

কেউ তো তোমায় চেনে না। চেনে না। তোমাকেই নিয়ে তবু
গান গাই আমি, আগামী দিনের জন্য তোমার দেহ ও রূপের গান।
বিদিত তোমার প্রজ্ঞার পরিণতি।
মৃত্যুর ক্ষুধা তোমার এবং তার ও - মুখের স্বাদ।
যে বিষাদ ছিল তোমার অমন দৃপ্ত ফুল্লতায়।

বহুকাল ধরে জন্ম নেবেনা, জন্মায়ও যদি কভু
এমন মহৎ আন্দালুথীয় এমন কীর্তিমান
শব্দেরা কাঁদে যাতে আমি তার রূপের গরিমা গাই,
মনে পড়ে এক বিষণ্ণ হাওয়া জলপাই বনে - বনে।

সমুদ্রজলের গাথা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সে সমুদ্র
হাসে দূর থেকে।
ফেনা দিয়ে তৈরি দাঁত
ঠোঁট আকাশের।

‘হে আতুর মেয়ে কী বিক্রি করো
বুক খোলা রেখে?’

‘আমি বেচি, বাবু,
সমুদ্রের জল।’

‘হে নিগ্রো যুবা, রক্তে মিশিয়ে
চলেছ কী নিয়ে?’
নিয়ে যাই, প্রভু,
সমুদ্রের জল।

‘এই নোনা চোখজল
কোত্থেকে আসে, মা?’

‘আমি কাঁদি, বাবু,
সমুদ্রের জল।

‘হে হৃদয়, এ তীব্র তিক্ততা
কোত্থেকে আসে?

‘বড় তেতো এই জল
সমুদ্রের।’

সে সমুদ্র হাসে
দূর থেকে।
ফেনা দিয়ে তৈরি দাঁত
ঠোঁট আকাশের।

কবির পবিত্র রক্তে

(লোরকার জন্যে রচিত পঙ্‌ক্তি)

কমল মুখোপাধ্যায়

বিশ্বাসী বন্ধুরা আছে আজও
চিরকাল ঘাতকরাও আছে
দস্তানায় লুকানো কূটবিষ,

যে রাতে আকাশ - জোড়া চাঁদ
থোকা তারাফুল ফুটে থাকে
কবিরা বিছানা পাতে ঘাসে
শিশিরের রসে সিক্ত হয়
জীবন - মদের নেশা লেগে থাকে চোখে—

ঘাতকেরা আসে চুপিসারে
চাঁদকে দূষিত করে
যেমন নেকড়ের তীক্ষ্ণ দাঁত
ছিঁড়ে নেয়
রজনীর জ্যোৎস্না - আবরণ।

জিপসী মেয়েটি আনমনে
তোমার পায়ের চিহ্ন খুঁজে
তল্লাশে পেয়ে যায় ছিন্ন কবি - দেহ
যৌবনের থেকে যাওয়া বাঁশি;

সভ্যতা কবির রক্তে ভেজা,
শতাব্দীর হাওয়া
মানুষের হাহাকার ছাড়া কিছু নয়;
যখনই কবি রক্ত ঝরে
মানুষের চেতনায়
জন্ম নেয় হাজার কবিতা;

গ্রানাদার উর্বর মাটিতে
কবির পবিত্র রক্তে আজও
অপরূপ আঙুরের গুচ্ছ ফলে আছে।